যুগান্তর

তারিখ 27 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে শাখা খুলে প্রতারণা

জিয়াউর রহমান

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ভুয়া ও ভুতুড়ে ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে খোলা হচ্ছে একাধিক শাখা ও শিফট। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এসব শাখা ও শিফটের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক। প্রাপ্যতার অতিরিক্ত এসব শিক্ষকের পেছনে প্রতিবছর সরকারের ব্যয় হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের এক তদন্ত দল রাজধানীর কাকলী উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমণ্ডিতে এ ধরনের ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি খুঁজে পেয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ১৩ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষককে চিহ্নিত করে গত জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের গৃহীত বেতনের সরকারি অংশের ১৫ লাখ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কাকলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাস অবস্থিত রাজধানীর ধানমণ্ডিতে। মোহাম্মদপুরে রয়েছে এর একটি শাখা। ধানমণ্ডি ক্যাম্পাসে চালু আছে দুটি শিফট। কিন্তু দ্বিতীয় শিফট খোলার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আগেও ছিল না, বর্তমানেও নেই। আর প্রতিষ্ঠানটির মোহাম্মদপুর শাখা চালুর ব্যাপারে কোন অনুমতিই গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি নীতিমালা অনুসারে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮০ জনের বেশি হলেই কেবল দ্বিতীয় শিফট খোলার অনুমতি পেতে পারে। অধিদফতরের তদন্ত দল গত ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে প্রভাতী শাখার ১ম শ্রেণীতে ১৭৩ জন, ২য় শ্রেণীতে ৬৭ জন, ৩য় শ্রেণীতে ১০১ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ৫৭ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৩৭ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৬৬ জন, ৭ম শ্রেণীতে ৬১ জন, ৮ম শ্রেণীতে ৬০ জন, ৯ম শ্রেণীতে ৬৩ জন এবং ১০ম শ্রেণীতে ৫১ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীর এই সংখ্যা কোনভাবেই দ্বিতীয় শিফট চালুর জন্য পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে স্কুলের মোহাম্মদপুর শাখায় প্রতি শ্রেণীতে পড়ে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১৩ জন। তদন্ত দল এই শাখার ১ম শ্রেণীতে ৩০ জন, ২য় শ্রেণীতে ১৩ জন, ৩য় শ্রেণীতে ১২ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ৬ জন, ৫ম শ্রেণীতে ১১ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৩ জন, ৭ম শ্রেণীতে ২ জন এবং ৮ম শ্রেণীতে ২ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে অধিদফতরের পরিদর্শক দলের পরিদর্শনের সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ খাতাপত্রে ১ হাজার ৪৭৬ জন ছাত্রছাত্রী দেখায়। কিন্তু ক্লাসে পাওয়া যায় এর ষষ্ঠ ভাগ, ৮৮৪ জন। আর ২০০৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৬ জন। ১৯৯৬ সালের পর স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৪০০। ২০০১ সালে অধিদফতরের আরেকটি পরিদর্শনের সময় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাবি করা হয়েছিল ২ হাজার ১৭৫ জন। সে হিসাবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ১ হাজার ১০০ জন। জানা গেছে, এই সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে কখনওই ছিল না। শুধু দ্বিতীয় শিফট চালু এবং অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের পক্ষে ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখানো হয়েছে। ১৯৯৬ সালের পর ২৮ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৩ জনকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পদে বিধি-বহির্ভূতভাবে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ১৩ জন শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ বাবদ অতিরিক্ত গৃহীত ১৫ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়ার জন্য তদন্তে সুপারিশ করা হয়েছে। তদন্তে বর্তমান প্রধান শিক্ষক দীন মোহাম্মদ

অতিরিক্ত শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ : সরকারের কোটি কোটি টাকা লোপাট

ভুয়া : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ভুয়া : ছাত্রছাত্রী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

খানের নানা অনিয়মের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক নিজেকে এমএসএস পাস দাবি করে সে মর্মে সনদ জমা দিয়ে এই বিদ্যালয়ে চাকরি নিলেও তদন্তে তিনি প্রয়োজনীয় সনদ দেখাতে পারেননি। তদন্ত প্রতিবেদনে তাকে ডিগ্রি পাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রাপ্য বেতন স্কেলের চেয়ে উচ্চতর বেতন স্কেলে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেছেন বলে তদন্ত দল প্রমাণ পেয়েছে। তারা প্রধান শিক্ষককে এভাবে বিধি-বহির্ভূত গৃহীত ১ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়ার সুপারিশ করেছে।

প্রধান শিক্ষক দীন মোহাম্মদ ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তিনি স্কুলের পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করেছেন। তিনি নিজেকে এমএসএস পাস বলেও দাবি করেন। তবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন- এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের একটি কলেজ এবং পরে বেসরকারি এশিয়ান ইউনিভার্সিটির কথা উল্লেখ করেছেন।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ঘটনা এই রাজধানীর আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী না থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা তথ্য দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে শাখা ও শিফট খুলে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করেই অপকর্ম করা হয়েছে। আর এ কারণে প্রতিবছর অপচয় হচ্ছে সরকারের কোটি কোটি টাকা।